সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘোষণাপত্র

ভূমিকা:

বিভিন্ন দেশের সংসদগুলো যেন জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণতন্ত্রের অভিযাত্রাকে শক্তিশালী করতে পারে সেজন্য বিশ্বজুড়ে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে আসছে। গণতন্ত্র একটি বিশ্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে পরিগণিত এবং বাংলাদেশ তার সংবিধানে গণতন্ত্রকে অন্যতম মৌলনীতি হিসেবে সংযুক্ত করেছে। টিআইবি গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, নিরপেক্ষতা, সাহস ও সকলের সমান অধিকার-এই মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে টিআইবি আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়টি গণমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের কছে উপস্থাপন করতে চাই।

প্রেক্ষাপট:

জাতিসংঘ ২০০৮ সালে ১৫ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদানগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে সত্যিকারের গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিষয়গুলো অন্যতম। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই মানবাধিকারের কার্যকর সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব। জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রেও গণতন্ত্রের উল্লিখিত মূল্যবোধের কথা বিধৃত আছে।

গত ৩০ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত ওয়াশিংটনে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘ দিনের বহুমুখী কার্যক্রম, গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি উদ্যোগের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়ে একটি খসড়া ঘোষণাপত্র উক্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই খসড়া ঘোষণাপত্রের উপর জুনের ১১ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জনমত সংগৃহিত হয়, যার প্রেক্ষিতে ঘোষণাপত্রটি চুড়ান্ত করা হয়। ইটালীর রাজধানী রোম এ ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠানরত বিশ্ব ই-পার্লামেন্ট সম্মেলনে উক্ত ঘোষণাপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে আজ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই ঘোষণাপত্রে ইতিমধ্যে বিশ্বের ৬০টি দেশের ৮৫টি সংসদীয় পর্যবেক্ষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমর্থন দিয়েছে। টিআইবি এই গবেষণাপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে শুরু থেকে জড়িত রয়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর আর্ন্তজাতিক গণতন্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য হল গণতন্ত্র বিষয়ক শিক্ষা। বাংলাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে টিআইবি সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। সংসদীয় উন্মুক্ততার ধারণার সঙ্গে ৪টি বিষয় সংযুক্ত।

এগুলো হল:

১। উন্মুক্ততার সংস্কৃতি: সংসদের তথ্যের প্রকৃত মালিক জনগণ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগণের এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা সংবিধানের কর্তৃত্বের আলোকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হবে। আইনসিদ্ধভাবে সীমিত সীমাবদ্ধতা ছাড়া সংসদ সংক্রান্ত সকল তথ্য ও তার ব্যবহারের সুযোগ সকল নাগরিকের থাকা প্রয়োজন। সংসদীয় উন্মুক্ততার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সংসদকে এমন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যার ফলে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে সংসদীয় কার্যক্রম পরীবিক্ষণের কার্যকর সুযোগের সৃষ্টি হয়। সংসদকে একই সাথে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যেন জনগণ সংসদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ ঘটাতে পারে। সংসদ কিভাবে কাজ করে এবং সুন্দরভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে সংসদ পরিচালনায়

আর্ন্তজাতিক মানদণ্ড সম্পর্কে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা সংসদেরই দায়িত্ব। একই সাথে সংসদীয় পরিবীক্ষণ সংস্থাগুলো যেন সংসদ এবং জনগণের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে সংসদ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ, সঠিক এবং সময়োপযোগী তথ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

২। সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতা: সংসদকে সংসদ সংক্রান্ত তথ্য অবমুক্ত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এ সংক্রান্ত কোন নীতিমালা না থাকলে তা প্রণয়ন এবং থাকলে তার নিয়মিত সমীক্ষার ভিত্তিতে সেই নীতিমালা আরো উন্নত করার প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। সংসদ সংক্রান্ত যে সকল তথ্যের স্বচ্ছতা প্রয়োজন, সেগুলো হল: ক) সংসদের ভূমিকা ও কার্যক্রম খ) আইনগত প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যেমন আইন ও তার সংশোধন গ) সংসদের কার্যসূচী, প্লেনারী ও ঘ) কমিটির সভার কার্যবিবরণী । একই সাথে সংসদ ব্যবস্থাপনা, সংসদ সচিবালয়ের কর্মীবাহিনী এবং সংসদ পরিচালনার বাজেট সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতার প্রয়োজন। সংসদ সদস্যদের অতীত কার্যক্রম, তাঁদের কর্মকাণ্ড এবং সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা সংসদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৩। **সংসদীয় তথ্যের সহজলভ্যতা:** কোন রকম বৈষম্য বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সংসদ সংক্রান্ত তথ্য জনগণ যেন পেতে পারে তা নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব সংসদের। সংসদে উপস্থিত থেকে সংসদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষকরণ এবং রেডিও, টিভিতে কার্যক্রম সম্পচারের মাধ্যমে সংসদ সংক্রান্ত তথ্য যেন জনগণ পেতে পারে। সংসদ সংক্রান্ত তথ্য বিনামূল্যে এবং বিভিন্ন ভাষায় সরবরাহ করা প্রয়োজন। সকল জনগণের কাছে বোধগম্য করতে সংসদীয় তথ্যের সহজপাঠ সংস্করণ প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৪। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংসদীয় তথ্যের আদান-প্রদান: ওয়েবসাইটে সংসদ বিষযক তথ্য সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করা হলে জনগণের পক্ষে সংসদ বিষয়ক তথ্য সহজলভ্য হবে। ওয়েবসাইটকে দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা হলে জনগণ তার জনপ্রতিনিধিকে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে এবং এ সংক্রান্ত জনপ্রতিনিধির উত্তর জনগণ সহজেই জানতে পারবে। প্রয়োজনে উন্মুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে জনগণকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

সংসদের উন্মুক্ততার সংস্কৃতি

সংসদের উন্মুক্ততার সংস্কৃতির প্রসারে ঘোষণাপত্রের ১২ টি বিষয় হল:

১. সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের উপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা।
২. আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের উন্মুক্ততার সংস্কৃতিকে অগ্রসরমান করা।
৩. পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সংসদের উন্মুক্ততার সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা।
৪. সংসদ সম্পর্কে জনশিক্ষার প্রসার।
৫. জনগণ এবং সুশীল সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ।
৬. স্বাধীন সুশীল সমাজকে যথাযথভাবে সুরক্ষা করা।
৭. সংসদীয় পরিবীক্ষণের কার্যকর পদ্ধতির সুযোগ তৈরি করা।
৮. ভালো অনুশীলন সম্পর্কিত (good practice) তথ্যগুলো আদান-প্রদান করা।
৯. তথ্যপ্রাপ্তিতে আইনের ব্যবহার ।
১০. সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা ।
১১. সঠিক তথ্যের নিশ্চয়তা ।
১২. সময়মত তথ্য সরবরাহ করা।

সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতা

ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত এ সংক্রান্ত ১৪টি বিষয় হল:

১. সংসদীয় স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ।
২. সংসদের ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা।
৩. সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা । যেমন: তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি, সংসদে উপস্থিতি, এবং তাদের সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য।
৪. সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা।
৫. সংসদের কার্যসূচী সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ।
৬. আইনের খসড়া প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ।
৭. কমিটির কার্যবিবরণীর রেকর্ডপত্র প্রকাশ করা।
৮. কণ্ঠভোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের পরিবর্তে রোলকল বা ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার প্রচলন করা।
৯. প্লেনারির কার্যবিবরণী প্রকাশ করা।
১০. সংসদ কর্তৃক প্রণীত বা সংসদে উত্থাপিত যে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
১১. সংসদ সংক্রান্ত বাজেট এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য বিশদভাবে প্রকাশ করা।
১২. সংসদ সদস্যদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ এবং তাদের সততা নিশ্চিত করা।
১৩. অনৈতিক আচরণ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।
১৪. ঐতিহাসিক তথ্য সহজলভ্য করা।

সংসদীয় তথ্যের সহজলভ্যতা:

ঘোষণাপত্রের আলোকে এ সংক্রান্ত ৮টি বিষয় হল:

১. তথ্যের অভিগম্যতার জন্য বহুমুখী মাধ্যমের ব্যবহার
২. নিরাপত্তা এবং আসন ব্যবস্থা বিবেচনায় রেখে সংসদ কার্যক্রম প্রত্যক্ষকরণের সরাসরি সুযোগ প্রদান।
৩. সংসদীয় কার্যক্রমের সরাসরি এবং দাবি ভিত্তিক সম্প্রচার ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের সুযোগ
৪. সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার
৫. জাতীয় এবং অন্য ভাষার ব্যবহার
৬. বিনামূল্যে সংসদ তথ্যের সুযোগ, এবং এর ব্যবহার ও পুনঃব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
৭. সংসদীয় তথ্যলাভে গণমাধ্যমের অভিগম্যতার সুযোগ
৮. সারাদেশ জুড়ে সংসদীয় তথ্যলাভের সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

সংসদীয় তথ্যের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ:

ঘোষণাপত্রের আলোকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ১০টি বিষয় হল:

১. উন্মুক্ত ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান।
২. তথ্য সরবরাহ ও গ্রহণে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৩. জনগণের গোপনীয়তার অধিকার সংরক্ষণ করা।
৪. সংসদীয় ওয়েবসাইটের ব্যবস্থা করা

৫. মুক্ত সফটওয়্যারের ব্যবহার।

৬. পুনঃব্যবহারের লক্ষ্যে ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডের ব্যবস্থা

৭. ওয়েবসাইটের তথ্য সহজে অনুসন্ধান ও কার্যকরভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা

৮. ওয়েবসাইটের তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের সংযোগ স্থাপন

৯. ই-মেইল বা এসএমএসের মাধ্যমে এলার্টি (Alert) সার্ভিসের প্রচলন করা।

১০. দ্বি-পক্ষীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে ইন্টার‍্যাকটিভ প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রয়াস গ্রহণ।

সংসদীয় উন্মুক্ততা সংক্রান্ত ঘোষণা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ঘোষণার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ	ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ	ঘোষণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ
সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা (অনুচ্ছেদ ১)	▪ জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইট আছে	▪ ওয়েবসাইটে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে ▪ অনেক তথ্য হালনাগাদ করা হয় না
উন্মুক্ততার সংস্কৃতিকে অগ্রসরমান করা এবং তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন এবং কার্যপ্রণালী বিধি ও আচরণবিধি প্রণয়ন (অনুচ্ছেদ ২)	▪ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ▪ সংসদ পরিচালনার জন্য কার্যপ্রণালী বিধি বা রুলস অব প্রসিডিউর আছে	▪ সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি সংক্রান্ত বিল সংসদে উত্থাপিত হলেও তা পাস করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
সংসদ সম্পর্কে জনশিক্ষার প্রসার (অনুচ্ছেদ ৪)		▪ সংসদের বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক শিক্ষার কোনো উদ্যোগ নেই
জনগণ এবং সুশীল সমাজকে সম্পৃক্তকরণ (অনুচ্ছেদ ৫)		▪ সংসদের কার্য প্রক্রিয়ায় জনগণ এবং সুশীল সমাজ সম্পৃক্ত নয়। আইন প্রণয়ণে জনমত যাচাই- বাছাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও খুব কম আইনের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয়েছে ▪ সংসদে আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন চুক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনার দৃষ্টান্ত বিরল
সংসদীয় পরিবীক্ষণের কার্যকর পদ্ধতির সুযোগ তৈরি করা (অনুচ্ছেদ ৭)		▪ সংসদীয় পরিবীক্ষণের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়নি, বরং সংসদে এর ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে
ভালো অনুশীলন (good practice) সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান করা (অনুচ্ছেদ ৮)	▪ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যরা যোগদান করে থাকেন	▪ এ ধরণের সফরের ফলাফল স্পষ্ট নয়।
সঠিক তথ্যের নিশ্চয়তা (অনুচ্ছেদ ১১)		▪ সংসদের বুলেটিন, কমিটির প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ হলেও তা সময়মত প্রকাশ হয় না। অধিকাংশ সময়ই তা নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে প্রকাশিত হয়
সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা, যেমন তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি, সংসদে উপস্থিতি, এবং তাদের সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য (অনুচ্ছেদ ১৫)	▪ সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগের নম্বর সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় ▪ সংসদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগের নম্বর প্রকাশ করা হয়	▪ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য প্রকাশ করা হয় না

ঘোষণার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ	ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ	ঘোষণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ
সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা (অনুচ্ছেদ ১৬)		
কমিটির কার্যবিবরণীর রেকর্ডপত্র প্রকাশ করা (অনুচ্ছেদ ১৯)		▪ সংসদীয় কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয় না ▪ সংসদের কার্যবিবরণী বা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, কিন্তু তা সবার জন্য উন্মুক্ত নয় ▪ সংসদের কার্যবিবরণীর রেকর্ড দেওয়া হয় না
কণ্ঠভোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের পরিবর্তে রোলকল বা ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার প্রচলন করা (অনুচ্ছেদ ২০)		▪ সংসদের সিদ্ধান্তসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কণ্ঠভোটের মাধ্যমে নেওয়া হয়
সংসদ সংক্রান্ত বাজেট এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য বিশদভাবে প্রকাশ করা (অনুচ্ছেদ ২৩)	▪ জাতীয় বাজেট ও সরকারি আয়-ব্যয় প্রকাশ করা হয়	▪ সংসদ সংক্রান্ত বাজেট ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য বিশদ প্রকাশ করা হয় না
সংসদ সদস্যদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ এবং তাদের সততা নিশ্চিত করা (অনুচ্ছেদ ২৪)		▪ সংসদ সদস্যরা তাদের সম্পদের হিসাব নির্বাচনপূর্ব সময়ে নির্বাচন কমিশনকে জমা দিলেও সদস্য হবার পর তার হালনাগাদ করেননি বা তা জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা হয় নি
অনৈতিক আচরণ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা (অনুচ্ছেদ ২৫)	▪ অসৌজন্যমূলক আচরণ কার্য-বিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ করা বা বাদ দেওয়া হয়	▪ সংসদ সদস্যদের জন্য কোনো 'নৈতিক আচরণ বিধি' নেই। তবে এ বিষয়ে একটি বিল ২০১০-এ উত্থাপিত হয় যা এখনো আইনে পরিণত হয়নি ▪ অসৌজন্যমূলক আচরণ কিংবা স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয় না
নিরাপত্তা এবং আসন ব্যবস্থা বিবেচনায় রেখে সংসদ কার্যক্রম প্রত্যক্ষকরণের সরাসরি সুযোগ প্রদান (অনুচ্ছেদ ২৮) সংসদীয় তথ্যলাভে গণমাধ্যমের অভিগম্যতার সুযোগ (অনুচ্ছেদ ৩৩)	▪ স্পিকারের অনুমতিসাপেক্ষে প্রবেশাধিকার রয়েছে ▪ সংসদ ভবনে সংবাদ মাধ্যমের প্রবেশাধিকার রয়েছে	▪ স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম সরাসরি প্রত্যক্ষ করার কোনো সুযোগ নেই
সংসদীয় কার্যক্রমের সরাসরি এবং দাবি ভিত্তিক সম্প্রচার ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের সুযোগ (অনুচ্ছেদ ২৯)	▪ সংসদীয় কার্যক্রমের মধ্যে শুধু সংসদ অধিবেশন সরাসরি বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়	▪ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় না

উপসংহার: টিআইবি'র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংসদীয় উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংসদের উন্মুক্ততার মান উল্লিখিত ঘোষণাপত্রের মানদণ্ডে আংশিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংসদ যেন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংসদীয় উন্মুক্ততার পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্তাপিত হল:

১. একটি কার্যকর এবং জনমুখী সংসদ গড়ে তোলা;
২. সংসদের মালিকানায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও অনুশীলনসমূহকে পর্যায়ক্রমে ঘোষণাপত্রের আলোকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা, বিশেষত:
    -সংসদের কার্যবিবরণীর পূর্ণ প্রকাশ এবং অভিগম্যতা নিশ্চিত করা যেন জনগণ সংসদের কাজ পরিবীক্ষণের সুযোগ পায়;
    -সংসদ সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;
    -সংসদীয় তথ্যের ডিজিটাইজেশন করা যেন সর্বশেষ তথ্য, প্রকাশ এবং ইন্টার‍্যাকটিভ প্রবাহ সচল থাকে;
    -আইন প্রণয়নে এবং সংদসীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;
৩. আইন করে সংসদ বর্জন বন্ধ করা এবং দলগতভাবে সংসদের অধিবেশনে যোগদান থেকে সর্বোচ্চ ত্রিশ দিন পর্যন্ত বিরত থাকার রীতি, যার মধ্যে একাধিক্রমে সাতদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকা যাবেনা, এরূপ বিধান প্রবর্তণ করা;
৪. খসড়া হিসেবে উত্থাপিত সংসদ সদস্যদের আচরণবিধিকে আইনে রূপান্তর করতে হবে;
৫. স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন;
৬. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের যথাযথ সংস্কার সাধন;